দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 11 JUL 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

গ্র্যাজুয়েট ও সমমানের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান

অর্থনীতি আরো ভালো হলে শিক্ষা সম্পূর্ণ অবৈতনিক হবে প্রধানমন্ত্রী

☐ বাসস

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, অর্থনীতি আরো ভাল হলে আগামীতে দেশে শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে অবৈতনিক করা হবে। প্রধানমন্ত্রী গতকাল তার তেজগাঁও কার্যালয়ে গ্রাজুয়েট ও সমমানের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রথমবারের মতো গঠিত শিক্ষা ট্রাস্ট ফান্ড থেকে ছাত্রীদের মাঝে উপবৃত্তি প্রদানকালে একথা বলেন। জাতিকে ক্ষুধামুক্ত করতে শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ই মূল শক্তি উল্লেখ করে তিনি বলেন, শিক্ষিত জাতি বিশ্বসভায় মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে।

শেখ হাসিনা বলেন, অভিভাবকদের অসচ্ছলতার জন্য শিক্ষার ব্যয় বহন করতে কিংবা বই কিনতে না পারায় কোন শিক্ষার্থীর লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেছে একথা আর আমরা শুনতে চাই না। ছাত্রীদের হাতে চেক তুলে দেয়ার সুযোগ পাওয়ায় গভীর সন্তোষ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া চালিয়ে যেতে সহায়তা করার ব্যবস্থা চালুর বিষয়ে তিনি দীর্ঘদিন থেকে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, শিক্ষার্থীদের সহায়তা পৃঃ ১৫ কঃ ৭

অর্থনীতি আরো ভালো হলে শিক্ষা

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

দিতে সরকার এই ফান্ড গঠনে ১ হাজার কোটি টাকা দিয়েছে। এই ফান্ডের অর্থের লভ্যাংশ থেকে ১ লাখ ৩৩ হাজার ছাত্রীকে ৭৫ কোটি ১৫ লাখ টাকা দেয়া হবে। একজন ছাত্রী বছরে ৪৯০০ টাকা বৃত্তি পাবে। এরমধ্যে রয়েছে মাসিক ২শ' টাকা, পরীক্ষার ফি ১ হাজার টাকা ও বই কেনার জন্য দেড় হাজার টাকা। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আগামীতে ছাত্ররাও এই তহবিল থেকে বৃত্তি পাবে। অন্যান্যের মধ্যে পরিকল্পনা মন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) এ.কে খন্দকার, শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী ও ফান্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইকবাল খান অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। শেখ হাসিনা বলেন, তার সরকারের পূর্ববর্তী মেয়াদে পর্যায়ক্রমে সব জেলা নিরক্ষরতা মুক্ত করার প্রকল্প নেয়া হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে বিএনপি ক্ষমতায় এসে কমিউনিটি হেলথ কেয়ারসহ দেশের মঙ্গলের জন্য নেয়া এই প্রকল্পটিও বন্ধ করে দেয়। কিন্তু এবার আমরা এমন ব্যবস্থা করতে চাই যা পরবর্তী সরকার বাতিল করে দিতে পারবে না।

তিনি বলেন, স্বাধীনতার পর তীব্র অর্থনৈতিক সংকট সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধুর সরকার প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ অবৈতনিক এবং ছাত্রীদের জন্য অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করেছিলেন। তিনি বলেন, 'আমি বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে জেনেছি ও তার কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছি। প্রাথমিকভাবে এই ফান্ডে ১ হাজার কোটি টাকা দেয়ার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী দানশীল ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের প্রতি এতে সহায়তা দেয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, এই তহবিলে অনুদানকারীরা কর রেয়াত পাবেন। শেখ হাসিনা বলেন, ছাত্রীদের লেখাপড়া চালিয়ে যেতে উপবৃত্তিসহ অবৈতনিক শিক্ষা-ব্যবস্থা করতে তার সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। তিনি বলেন, নারীশিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সার্বিক ক্ষমতায়নে এই কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছে। এই তহবিল আরো বড় হবে এবং এতে আরো অর্থ জমা হবে। তিনি বলেন, সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সহায়তায় আগামীতে আমরা এই ফান্ড আরো বড় করতে সক্ষম হবো।

নিউইয়র্ক যাচ্ছেন শেখ হাসিনা

নিউইয়র্ক থেকে এনা জানায় : সেপ্টেম্বরের শেষার্ধে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিউইয়র্কে যাবেন। জাতিসংঘের ৬৮তম সাধারণ অধিবেশনে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে শেখ হাসিনা সপ্তাহখানেক নিউইয়র্কে অবস্থান করবেন। জাতিসংঘ ঊর্ধ্বতন কর্তারা এনাকে এ তথ্য জানিয়ে বলেন, ২৩ সেপ্টেম্বর ৬৮তম সাধারণ অধিবেশন শুরু হবে উচ্চ পর্যায়ের শীর্ষ সম্মেলনের মাধ্যমে। এবারের শীর্ষ সম্মেলনের শ্লোগান হচ্ছে 'দ্যা ওয়ে ফরওয়ার্ড : ডিসএ্যাবিলিটি ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট এজেন্ডা টুওয়ার্ডস ২০১৫ অ্যান্ড বিয়োন্ড।' এ সম্মেলনে উদ্বোধনী বক্তব্য দেবেন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। বিশ্বের ১৯৩ রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট/প্রধানমন্ত্রী/পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা এতে অংশ নেবেন।

এদিকে জাতিসংঘে বাংলাদেশ মিশনের একটি সূত্র এনাকে জানায়, 'শেখ হাসিনার আগমনের সরকারী সফরসূচি এখনও ঢাকা থেকে জানানো হয়নি। তবে আমরা তার সাথে আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের বৈঠকের প্রস্তুতি শুরু করেছি।' বিশেষ করে নিউইয়র্কে বাংলাদেশের 'স্থায়ী প্রতিনিধির বাসভবন'র শুভ উদ্বোধন করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী। ৩ বছর আগে বাংলাদেশ মিশনের জন্য কেনা নিজস্ব এপার্টমেন্টের নামফলক উন্মোচনসহ উদ্বোধন করেছেন শেখ হাসিনা। বর্তমান মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে এসেছেন গত ৪ বছরই। এবারও নিউইয়র্কে তাকে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের উদ্যোগে বর্ণাঢ্য সংবর্ধনা প্রদানের কথা জানিয়েছেন দলের শীর্ষ কর্মকর্তারা।